যুগান্তর

তারিখ ০৯ DEC 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় এসব কী হচ্ছে?

ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ে চার লাখ টাকায় প্রক্সি

পরীক্ষায় ডিজিটাল জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেফতার ১০

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

টাঙ্গাইলের মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথমবর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে ছয় পরীক্ষার্থীসহ ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। শুক্রবার পরীক্ষা চলাকালে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে এই ছয় পরীক্ষার্থী এবং এই চক্রের চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অশোক কুমার সিংহ জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ছয়জনকে গ্রেফতার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের আরও চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। চক্রের চারজন হচ্ছেন— নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলার মহিষবের গ্রামের আফতাব উদ্দিনের ছেলে আবদুল্লাহ আল মামুন ওরফে কামরুল, কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার কাহারিয়াঘোনা গ্রামের জাফর আলমের ছেলে ইসতিয়াক আহম্মেদ, কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ি উপজেলার সোনইকাজি গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে মোস্তাফিজুর রহমান এবং মধ্যকাশিপুর গ্রামের জয়নাল আবেদিনের ছেলে মজনু রহমান। গ্রেফতারকৃত পরীক্ষার্থীরা হচ্ছেন, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার বাজারঘাটি গ্রামের আলমগীর হোসেনের ছেলে জুবায়ের আলম, একই উপজেলার মশিপুর গ্রামের আবদুল মতিনের ছেলে আবু জোবায়ের মামুন, টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার কালমেঘা গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে আমিনুল ইসলাম, কালিহাতী উপজেলার মালতি গ্রামের বাবলু মিয়ার ছেলে নাইবুর রহমান, কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের রাশেদুল ইসলামের ছেলে রাফাত বিন রাশেদ এবং গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুরের বাবুল পালের ছেলে প্রদীপ পাল। গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জানান, গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে নয়টি ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস, নয়টি ডিভাইসের ব্যাটারি, সাতটি ইয়ারফোন, ডিভাইস ক্যাবল উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে এই চক্রের অন্যতম হোতা আবদুল্লাহ আল মামুন পুলিশকে জানিয়েছেন, তিন থেকে চার লাখ টাকা চুক্তিতে তারা ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস ব্যবহার করে পরীক্ষার্থীদের বাইরে থেকে উত্তর বলে দিতেন।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাদী হয়ে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।

বেরোবির 'সি' ইউনিটে ভর্তি

আসন ২৪৫, উত্তীর্ণ ৫৭ জন!

বেরোবি প্রতিনিধি

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষায় বিজনেস অনুষদভুক্ত 'সি' ইউনিটে ২৪৫টি আসনের বিপরীতে শর্তপূরণ করে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ৫৭ জন শিক্ষার্থী। শর্ত শিথিল করে পাস নম্বর কমিয়ে ২৮ করা হয়েছে। তবে ২৮ নম্বরের পাসকৃত ভর্তিচ্ছুরা কবে নাগাদ ভর্তি হতে পারবে তা জানা যায়নি। বৃহস্পতিবার ওয়েবসাইটে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। 'সি' ইউনিটে ২৪৫টি আসনের বিপরীতে ভর্তি পরীক্ষায় আবেদন করে ৬ হাজার ৯৯০ জন শিক্ষার্থী। অংশগ্রহণ করে প্রায় ৫ হাজার ভর্তিচ্ছু। ওই পরীক্ষায় ৩৫ মার্কের শর্তপূরণ করে পাস করে ৫৭ জন শিক্ষার্থী। যা মোট আসনের তুলনায় এক চতুর্থাংশেরও কম। পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগেই ৫ ডিসেম্বর ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্তে পাস নম্বর ৩৫ থেকে কমিয়ে ২৮ নম্বর করা হয়। ভর্তিচ্ছুরা কবে নাগাদ ভর্তির সুযোগ পাবেন এই বিষয়ে সি ইউনিটের সমন্বয়ক ও ব্যবসায় অনুষদের ডিন মো. ফেরদৌস রহমানকে ফোন করা হলে তিনি ব্যস্ত আছেন বলে জানান।

পঞ্চাশ হাজার টাকায় চুক্তি!

ইবিতে প্রক্সি দিয়ে ধরা খেল ২ শিক্ষার্থী

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীর প্রথমবর্ষের বাতিলকৃত 'সি' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে ১০টা এবং ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত দুই শিফটে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত এ পরীক্ষায় প্রক্সির দায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীসহ দুই প্রক্সিবাজকে আটক করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আটক ওই দুই প্রক্সিবাজ হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থবর্ষের শিক্ষার্থী কাজী ফেরদৌস হাসান জয় (২৩) এবং যশোর এমএম কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রথমবর্ষের ছাত্র সাব্বির রহমান (২১)। প্রক্সির ব্যাপারে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের আলমগীর হোসেনের সঙ্গে চুক্তির কথা স্বীকার করেন ঢাবি ছাত্র জয়। এ ঘটনায় ওই দুই প্রক্সিবাজকে দণ্ড দিয়ে শ্রীঘরে পাঠিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। শুক্রবার দুপুর দেড়টার দিকে এ আদেশ দেন কুষ্টিয়া জেলা নির্বাহী মেজিস্ট্রেট সাইফুল ইসলাম কমল। ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদে দায়িত্বরত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক নাসিমুজ্জামান এবং রশিদুজ্জামান জানান, 'সি' ইউনিটের দ্বিতীয় শিফটের পরীক্ষায় অংশ নিতে আসে ওই দুই প্রক্সিবাজ। পরীক্ষার হলে প্রবেশের সময় প্রবেশপত্রের সঙ্গে চেহারার মিল না থাকায় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবদে তাদের কথায় অসঙ্গতি দেখা যায়।

জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে তারা প্রক্সির কথা স্বীকার করে। পরে ওই দু'জনকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। প্রক্টর অফিসে জিজ্ঞাসাবাদে ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে প্রক্সি দিতে আসার কথা স্বীকার করেন তারা। ফেরদৌস হাসান জয় নাটোরের জিউপাড়ার ফিরোজ আহমদের ছেলে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের আবাসিক শিক্ষার্থী বলে জানিয়েছেন। এ ছাড়া সাব্বির রহমান যশোরের বাঘারপাড়া থানার পুকুরিয়া গ্রামের বাবর আলীর ছেলে।